নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

জানুয়ারি-মার্চ ২০১০

সম্পাদকীয়

৮ মার্চ তারিখটিকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসাবে ঘোষণা করার শতবর্ষপূর্তির আগে আমরা মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি। এবছরটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের জন্মশতবর্ষ। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তার থেকে পেয়েছিলেন সমাজমুক্তি ও নারীমুক্তির দিশা, তাঁদের অনেকেই আমাদের মধ্যে আর নেই। যাঁরা এখনও রয়েছেন তাঁদের কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ৮ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসাবে ঘোষিত হয়।

২০১০ সালে আমরা আমাদের অন্যান্য লাগাতার কাজের সঙ্গে একটি নতুন কর্মসূচি যোগ করেছি। এ বছরে সমাজকল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মেয়েদের সুরক্ষা আইন ২০০৫ কার্যকরী করার জন্যে দশটি জেলায় যাঁরা এই আইনটি কার্যকরী করবেন তাঁদের নিয়ে কিছু কর্মশালা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মশালা জেলাস্তরে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে নির্বাচিত ব্লক বা সাব-ডিভিশনেও করা হবে। ২০০৯ সালে আমরা দশটি জেলায় এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কেসগুলিকে নিয়ে একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। নানা বাধায় ঠেকলেও কিছুদূর এগিয়েছে সে কাজ। আমরা আশা করছি এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে জেলায় জেলায় আমাদের যে লাগাতার সংযোগসূত্রগুলো তৈরি হবে তার সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসংগ্রহের বাধাগুলো কাটিয়ে ওঠা যাবে।

এ বছরে নারী নির্যাতনের ঘটনা ব্যক্তিগত স্তরে সীমিত থাকেনি। এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের পরিবেশ ঘনীভূত হয়ে ওঠায় মেয়েরা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন। মহিলা কমিশন চেষ্টা করেছে রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে যে কোনও নির্যাতিত মহিলার খোঁজখবর নিতে এবং সাধ্যমত প্রতিকার করতে। কিন্তু আমরা মনে করি সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে তবেই এর প্রকৃত প্রতিকার পাওয়া যাবে।

অন্ধকারের মধ্যে আলোকবর্তিকা আমাদের কাছে সেই সব কিশোরী মেয়েরা যারা পরিবার থেকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করছে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভ কামনা ও সহায়তার অঙ্গীকার তাদের উদ্দেশ্যে আমরা উৎসর্গ করছি।

নবম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত

গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ও রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতিক্রমে নবম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত সিটি সিভিল কোর্ট বিল্ডিং, প্রথম তল, ২ ও ৩ কিরণ শঙ্কর রোড, কলকাতা-১৩-তে অনুষ্ঠিত হয়।

এই পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে ১৫টি কেস বিচারের জন্য রাখা হয় যার মধ্যে ১৩টি প্রাক্ আইনি সমস্যা সম্বলিত এবং ২টি ছিল বিভিন্ন কোর্ট থেকে পাঠানো বিচারাধীন কেস।

১৭.০২.২০১০ ঃ এই দিনে বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী আর. এন. চক্রবর্তী, জেলা জজ্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রীমতী রানীমঞ্জরী রায়, আইনজীবী, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কমিশনের সদস্যা।

১৩টি প্রাক আইনি সমস্যাযুক্ত কেস এই দিন বিচারের জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে ১১টি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ১টি ক্ষেত্রে অপরপক্ষ উপস্থিত না থাকায় কোনো সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়নি। ১টি কেস আদালতের বাইরেই মিটে গেছে।

১৮.০২.২০১০ ঃ এই দিন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী সনৎ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা জজ্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রীমতী শর্মিলা দাস, আইনজীবী, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কমিশনের সদস্যা।

২টি আইনি সমস্যা যুক্ত কেস বিচারের জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে ২টি ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে।

শোক প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন জননেতা জ্যোতি বসুর জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করছে। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালেই মহিলা কমিশনের শুরু। শ্রদ্ধার সঙ্গে একথা আমরা স্মরণ করি।

ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, কে. এম. ডি. এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ড. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
এফ সি ৭১, সল্টলেক, সেক্টর-৩
কলকাতা-৭০০ ১০৬

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ কোলে *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

জেলা পরিদর্শন

হুগলি জেলা পরিদর্শন

গত ২২/১২/০৯ তারিখে সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা বসু, সদস্য উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী, শ্যামশ্রী দাস, ভগবতী মণ্ডল ও লক্ষ্মী মুর্মু হুগলি জেলা পরিদর্শনে যান। সভাতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা কর্মাধ্যক্ষ, চীফ মেডিক্যাল অফিসার, মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল, জেলা সভাধিপতি, কয়েকজন জেলাপরিষদের সদস্য, বিভিন্ন NGO-দের প্রতিনিধিরা। SP জানালেন এই জেলায় পাচারের সংখ্যা কম। অপহরণের ঘটনাই বেশি, যেমন ২০০৭ সালে ৪২টি, ২০০৮ সালে ৫১টি ও ২০০৯ সালে ৭৩টি। CWC-এর সঙ্গে পুলিশের সমন্বয়ের অভাব হয়েছে। থানাতে Women's Cell আছে কিন্তু জেলা অ্যান্টি ট্রাফিকিং সেল নেই। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট পাবার বিষয়ে সমস্যা আছে।

DSWO জানালেন CWC ও জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড এখানে ভালমত কাজ করছে। উত্তরপাড়ায় আছে Social Welfare Dept.-এর পরিচালিত ২টি হোম। পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। CMOH যে রিপোর্ট পেশ করলেন তাতে জানা গেল প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৮০% কিন্তু গ্রামাঞ্চলে জন্ম রেজিস্ট্রেশন তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। BCW-র রিপোর্ট অনুযায়ী ৬টি মেয়েদের hostel আছে এবং সেখানে মোট ৮০ জন পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মেয়ের থাকার ব্যবস্থা আছে।

PP জানান, DLSA-তে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। লোক আদালত মাঝে মাঝে বসছে। একটি ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেল আছে।

মালদা জেলা পরিদর্শন

গত ০৮.০১.২০১০ তারিখে মালদা জেলা পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য, সহসভানেত্রী ডাঃ রমা দাস এবং সদস্যা উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী, ভগবতী মণ্ডল এবং লক্ষ্মী মুর্মু। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন SP, CMOH, DPO, DSWO, Protection Officer—DVA, মহিলা সংগঠনের সদস্যগণ এবং এন.জি.ও.-রা। আলোচনার মাধ্যমে অবগত হওয়া গেছে যে জেলায় মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য কোনও কমিটি গড়ে ওঠেনি এবং সেখানে কোনও Women's Grievance Cell এবং পাচার বিরোধী সেল নেই, যদিও ১১টি থানায় ১১টি কাউন্সেলিং Cell আছে। SP জানিয়েছেন থানায় কাউন্সেলিং করার পর কিছু কেস সমাধান করা হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন যে জেলায় মহিলাদের উপর নৃশংস আচরণ অনেকটাই কমানো গিয়েছে। সেখানে কিছু পাচারের কেস আছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে অপহরণও ঘটে। একটি সমীক্ষায় ৬৫% বাল্যবিবাহের ঘটনা পাওয়া গেছে। তাদের বেশীর ভাগই স্কুল থেকে পালিয়েছে বা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। একটা বিশাল সংখ্যক মেয়ে বিড়ির কাজ করে এবং তাদের মধ্যে T.B. আক্রান্তের সংখ্যাও আছে।

জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য একটি হস্টেল আছে এবং একটির নির্মাণকাজ চলছে। এখানে একটি আশ্রম হস্টেল আছে এবং দুটি মেয়েদের স্কুলের সঙ্গে লাগোয়া আবাসিকার ব্যবস্থা আছে। কালিয়াচক I-এ মেয়েদের মাত্র একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। জেলায় ১৬০০০ SHG আছে। ১৬টি প্রজেক্টে ৫৫৫৩ ICDS কেন্দ্র আছে।

রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যাগণ মালদা জেল এবং মালদা জেলা শেল্টার হোমও পরিদর্শন করেছিলেন।

সুপারিশ

১ মহিলা অধিকার রক্ষার জন্য অবিলম্বে কমিটি গঠন করতে হবে। ১ Anti-trafficking Cell গঠন করতে হবে। ১ প্রতিবন্ধীদের medical বোর্ডে মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাখতে হবে। ১ সরকারি হোমটিকে দ্রুত স্থানান্তরে নিয়ে তার পরিসর আরো বাড়াতে হবে। সেইসঙ্গে চিকিৎসক ও দারোয়ান নিয়োগ করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে আসা মেয়েদের দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিদর্শন

০৯/০১/২০১০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিদর্শন করেন এবং DM, DSP, DSWO, CMOH, DI (শিক্ষা) এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁরা সংশোধনাগার, জেলা হাসপাতাল, মূক ও বধিরদের আবাস (সূর্যোদয়) ও একটি NGO পরিচালিত আশ্রয় নিবাস (দক্ষিণ মালন ইন্দিরা স্মৃতি সংঘ) পরিদর্শন করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই জেলায় কমিশনকে প্রদত্ত পুস্তিকায় মহিলাদের আইনি সুরক্ষা দিতে জেলাভিত্তিক কমিটির কথা লিখিত আকারে রয়েছে কিন্তু বাস্তবে তৈরি হয়নি। DM এবং DSWO উভয়কেই এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। SP জানিয়েছেন যে নারীপাচার চক্র ইদানীং আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে মেয়েদের প্রেম বা বিবাহের ক্ষেত্রে টোপ ফেলে পাচারের ঘটনা বেড়ে উঠেছে। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মহিলাদের মধ্যে গত ৫ বছরে ২৭০ জন মহিলাকে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং বাড়ীতে ফেরত আনা হয়েছে। পূর্বের বছরগুলির নথি পাওয়া যায়নি। SP জানিয়েছেন দেরিতে খবর পাওয়ার জন্য বহু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ অনেক জটিল হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে চার্জশীট দেওয়ার পরেও আইনি প্রক্রিয়া অনেকটা সময়সাপেক্ষ। ফলে উক্ত ঘটনাগুলিতে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার হারও খুব কম।

DSWO জানিয়েছেন ৯টি ব্লকে ১০টি ICDS প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে, ২৮৮টি কেন্দ্র আছে ও ৮৫৬টি অতিরিক্ত কেন্দ্র মঞ্জুর করা হয়েছে এবং মার্চ, ২০১০-এর মধ্যে সেগুলি পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। মহিলা কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে আছে :

১ দ্রুত নারী অধিকার সুরক্ষা কমিটিকে সক্রিয় করা। ১ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া। ১ শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এলাকায় সমীক্ষার মাধ্যমে কারণগুলির অনুসন্ধানও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। ১ PCPNDT Act কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়া ও বেআইনি ক্লিনিক বন্ধ করা। ১ Foreigners' Act-এ সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশি মেয়েদের জানখালাস হয়ে গিয়ে থাকলে দেশে ফেরানোর দ্রুত ব্যবস্থা করা। ১ সরকারি আশ্রম জেলায় তৈরি হওয়া খুব জরুরি। দক্ষিণ মালন ইন্দিরা স্মৃতি সংঘের কাজকর্মের অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিদর্শন

২৯/০১/২০১০ তারিখে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্য ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্যামশ্রী দাস, উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী, ভগবতী মণ্ডল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিদর্শনে যান।

বারাসতের প্রশাসনিক সভাকক্ষে জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, সি.এম.ও.এইচ, জেলা সভাধিপতি, জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও জেলা লিগাল এড কমিটির সভাপতি, জেলা কাউন্সেলিং সেলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ও জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রোটেকশান অফিসারের উপস্থিতিতে তাঁরা জেলার মেয়েদের ও শিশুদের হাল হকীকৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। জেলাশাসকের অফিস থেকে এই উপলক্ষে একটি তথ্য পুস্তিকা মহিলা কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আলোচনা থেকে দেখা যায় যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিগত দু'তিন বছরে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু আলোচনাসভা, কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছে। অন্যান্য জেলার মত এখানেও জেলাস্তরে সরকার গঠিত নারী অধিকার সুরক্ষা কমিটির কার্যকারী হবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা গেছে। আলোচনা শেষে জেলা প্রশাসন আমাদের জানিয়েছেন, অসুবিধাগুলো দূর করে কমিটিকে কার্যকরী করার জন্য সমস্তরকম পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করবেন। গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করার ঘটনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানান। পাচারের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। এ্যান্টি ট্রাফিকিং সেল তৈরি হয়েছে। তাছাড়া SP-র সঙ্গে সরাসরি দূরভাষ-মাধ্যমে যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ দপ্তরের সাহায্যে বাল্যবিবাহ, শিশু-নারী পাচার নিয়ে প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতে সচেতনতার জন্য আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিদ্যালয়ে বালিকা হোস্টেল এবং S.C.S.T ও সংখ্যালঘু মেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

NREGA-তে এই জেলা জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। অন্য কাজকর্ম ভালো হলেও মেয়েদের অংশগ্রহণে ঘাটতি আছে। DRDC-র পরিচালনায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম-স্বরোজগার যোজনার কাজ চলছে। ব্যাংকের ও বিপণনের কিছু অসুবিধার প্রতিকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মহিলা কমিশনের সদস্যরা এরপর জেলা হাসপাতাল ও মেয়েদের হোস্টেল পরিদর্শনে যান।

মহিলা কমিশনের কাজকর্ম

গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন বিষয়ক আলোচনা সভা ঃ আলিপুর বডিগার্ড লাইন, কোলকাতা পুলিশ

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৯, কোলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় আলিপুর বডিগার্ড লাইনে নারী নির্যাতন বিরোধী পক্ষকাল উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইনের উপর একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনা করেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিচারপতি নারায়ণ চন্দ্র শীল (অবসরপ্রাপ্ত), রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, বিশেষ নগরপাল-২ শ্রী বানীব্রত বসু, SLSA-র পক্ষ থেকে শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত, শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত, শ্রীমতী মধুপূর্ণা ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন কোলকাতা পুলিশের উপনগরপাল দিলীপ কুমার আদক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সদস্যসচিব শ্রীসমরেন্দ্রনাথ কোলে। এই উপলক্ষ্যে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইন সংক্রান্ত পোস্টার ও আইনের প্রতিলিপি প্রত্যেক থানার আধিকারিকদের প্রদান করা হয়। অত্যাচারিতারা যাতে থানার সাহায্য ও সহযোগিতা পান তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজ্য পুলিশ ও কোলকাতা পুলিশের সাথে রাজ্য মহিলা কমিশনের সমন্বয় সভা

গত ৪ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৫ টায় কমিশনের সভাগৃহে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের তরফে মাননীয়া সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী ও অন্যান্য সদস্যাগণ ও সদস্য সচিব উপস্থিত ছিলেন। কোলকাতা পুলিশের পক্ষে শ্রী সুধীর ঘোষ অতিরিক্ত নগরপাল-২, রাজ্য পুলিশের পক্ষে জুলফিকার হাসান, আই.জি. (প্রশাসন) ও শ্রী পঙ্কজ কুমার দত্ত স্পেশাল আই.জি. (সি.আই.ডি) এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নির্যাতিতা মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষার ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। যে সমস্ত কেসের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু কেসের রিপোর্ট এদিন কমিশনে পেশ করা হয় এবং অবশিষ্ট কেসের রিপোর্ট কয়েকদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। সভায় ঠিক হয় কোলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে যথারীতি উপ-নগরপালের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হবে। তবে চিঠির প্রতিলিপি নগরপালের কাছে পাঠানো হবে। রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে অবশ্য যথারীতি সংশ্লিষ্ট এস.পি-র কাছ থেকেই রিপোর্ট চাওয়া হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নগরপাল বা আই.জি. (প্রশাসন)-কে সরাসরি লেখা হবে। সংশ্লিষ্ট ডি.সি. বা এস.পি-কে প্রতিলিপি দেওয়া হবে।

স্বনির্ভরগোষ্ঠীর জন্য সামগ্রিক নীতি

মহিলা কমিশন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিকাশের জন্য একটি সামগ্রিক নীতির খসড়ার রূপরেখা সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। কমিশন প্রস্তাবিত নির্দেশিকাটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ নীচে দেওয়া হল।

সংগঠন ঃ প্রয়োজনে সমবায় আইনের পরিবর্তন করে মহাসংঘগুলিকে সমবায়ের আওতাভুক্ত করতে হবে। ব্লকস্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব থাকবে স্বনিযুক্তি আধিকারিকদের উপর।

জীবিকামুখী কর্মসূচী ও বাজারীকরণ ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কৃষি ও পশুপালনের ন্যায় জীবিকামুখী কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আগে বাজারের সম্ভাবনা ও পরিকাঠামোগত বিষয়গুলির উপর সমীক্ষা করে নিতে হবে। বিপণনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ঃ বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীকে আরো জোরদার করতে হবে। আর্থিক হিসাব রক্ষা, স্বউদ্যোগ, নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে লাগাতার প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ঃ প্রতিটি স্বনির্ভর দলের সঙ্গে ব্যাংকের সহজ লেনদেনের সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নেওয়া ঋণের টাকায় সুদের হার কমাতে হবে। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ককে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ভুয়ো ক্ষুদ্রবিত্ত সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর নাবার্ডের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী ওয়াই. সি. নন্দের সভাপতিত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। কমিশনের সভানেত্রী ও সদস্য দেবযানী সেনগুপ্ত ঐ কমিটিতে আছেন।

মহিলা কমিশনের স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত

'বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন' থেকে ৬ জন আবাসিকের পালিয়ে যাবার ঘটনার সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট

'বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন' নামক উদ্ধারাশ্রম থেকে ১২/১১/০৯ তারিখে ৬ জন আবাসিকের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার সরেজমিন তদন্ত করতে গত ০২/১২/০৯ তারিখে কমিশন থেকে সহসভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দী, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস ঘটনাস্থলে যান।

তাঁরা উদ্ধারাশ্রমের সুপারিনটেনডেন্ট নারগিস পারভিন, ওই দিন ভিতরে পাহারায় থাকা উদ্ধারাশ্রমের কর্মী আশা দাস, বাইরের নৈশ প্রহরী তুলসী সিং, পালিয়ে যাওয়া মেয়েদের মধ্যে উদ্ধার হওয়া দুটি মেয়ের সাথে কথা বলেন। জানা যায় যে ৬টি মেয়ের মধ্যে ২টি মেয়েকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

তদন্ত করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি আছে। উদ্ধার আশ্রমের পিছনের দিক জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ার ফলে নৈশ প্রহরীরা ওই দিকে যায় না। রাতে পাঁচিলের ধারে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। বড় বড় গাছ পাঁচিলের ধারে আছে এবং পিছনের দিকে গাছের ডাল ছাদের ওপরে বিস্তৃত হয়ে ছিল, যার সাহায্যে মেয়েরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কমিশনের তরফ থেকে সুপারিশ করা হয় যে মেয়েদের খুঁজে বের করতে হবে, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

রেবতী মাঝির পুনর্বাসন

গত ২২/০১/২০১০ পূর্ব মেদিনীপুরের রেবতী মাঝি, যার মাকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করা হয়েছিল, সমাজকল্যাণ দপ্তরের সাহায্যে All Bengal Women's Union-এ তার পুনর্বাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক অফিসের আধিকারিকরা এই হোমে তাকে পৌঁছে দিয়ে যান। তখন কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস এবং সদস্যা শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

খেজুরী ব্লকের পানিখা গ্রামে গণধর্ষণের ঘটনার স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত

গণশক্তি সংবাদপত্র সূত্রে খেজুরী-II ব্লকের পানিখা গ্রামের গণধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গত ২৭ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস ও সদস্যা শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি সরেজমিন তদন্তে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে যান। কাঁথিতে মহকুমাশাসকের দপ্তরে কমিশনের সদস্যাগণ ওই ধর্ষিতা মহিলার ও তার পিতা শ্রী কানাই মণ্ডলের সাথে কথা বলেন। কথা বলে তাঁরা জানতে পারেন ২২ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে পানিখা গ্রামের বাসিন্দা শ্রীকানাই মণ্ডলের বিবাহিতা কন্যাকে চারজন দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে। ওই মহিলা একটি সাত বৎসরের শিশুকন্যার জননী এবং স্বামী পরিত্যক্তা। একটি রাজনৈতিক দলের

সদস্যরা দুইদিন শ্রী মণ্ডলের খোঁজে তার বাড়িতে হামলা করে। দুই দিনই শ্রীমণ্ডল ঘরে ছিলেন না। প্রথম দিন তারা জিনিস লুঠ করে এবং দ্বিতীয় দিন মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। যেহেতু তিনি দুষ্কৃতীদের চিনে ফেলেছিলেন ও পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের কাছে তাঁরা অভিযোগ করেন আজ কাঁথি আদালতেও দুষ্কৃতীরা তাঁদের অনুসরণ করেছে এবং তাঁদের পুলিশী সহায়তা দিয়ে কাঁথি থেকে বার করে না নিয়ে গেলে তাঁদের প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। কমিশনের সদস্যাগণ তাঁদের পুলিশের গাড়ীতে তুলে তমলুকে S. P. অফিসে নিয়ে যান এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে মেয়েটির প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। কমিশন রাজনৈতিক হিংসার ফলে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ক্রমশই বেড়ে যাওয়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং দলমতনির্বিশেষে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই ধরনের ঘটনার অবসান ঘটানোর জন্যে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

PWDVA সংক্রান্ত রিপোর্ট

মহিলা কমিশনের পরিচালনায় গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইন সংক্রান্ত দুটি প্রকল্পের কাজ চলছে। একটি হল, গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইনটি এ রাজ্যে কতটা কার্যকরী হচ্ছে সে সম্বন্ধে সামগ্রিক তথ্যভাণ্ডার বা database তৈরি করা ও অন্যটি নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এই আইন সম্পর্কিত জেলাভিত্তিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা।

প্রথম প্রকল্প, অর্থাৎ তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র দুটির সঙ্গে মহিলা কমিশন যৌথভাবে করছে। কলকাতা, হাওড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের আরো দশটি জেলায় এই কাজ চলছে। এই কাজটি সম্পন্ন হলেই কেসগুলির প্রকৃত নিষ্পত্তি হতে কতটা সময় লাগছে, কোর্টের নির্দেশগুলি কী ধরনের হচ্ছে এবং সেগুলিকে কতটা কার্যকরী করা যাচ্ছে এই সমস্ত বিষয়ক তথ্য একই জায়গায় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ গার্হস্থ্য হিংসা আইনের ওপর সচেতনতা শিবিরের আয়োজন সংক্রান্ত প্রকল্পটি ২০১০ জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করা হল। প্রথম কর্মশালা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে। সবশুদ্ধ এই ধরনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন দুটি স্তরে করা হবে—জেলাস্তরে এবং ব্লক স্তরে। নির্বাচিত প্রত্যেকটি জেলায় একটি কর্মশালা জেলাস্তরে এবং আরও চারটি কর্মশালা বিভিন্ন চারটি ব্লকে হবে। বিভিন্ন সচেতনতা শিবিরগুলিতে আমন্ত্রিত থাকবেন জেলাশাসক বা তাঁর প্রতিনিধি, পুলিশ, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, সুরক্ষা আধিকারিক, পরিষেবা দানকারী সংস্থা, জেলা জজ, পাবলিক প্রসিকিউটার, প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি, আইনজীবী, শিক্ষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা, পঞ্চায়েতের সদস্যরা ইত্যাদি। গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইনটি সম্পর্কিত আলোচনা'র মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা যেন এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি সচেতন করে তুলতে পারেন সেই প্রচেষ্টা করা হবে।

কমিশনের প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সমাধা হওয়া কয়েকটি কেসের বিবরণী

কেস নং—১ ঃ আবেদনকারিণী বিবাহের পর থেকে স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হতে থাকেন। স্বামী বৌভাতের দিন থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চাপ দিতে থাকেন। পরবর্তীতে শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়-স্বজনরা অত্যাচারে যোগ দেন। আবেদনকারিণীর বাপের বাড়ীর লোকজন বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা করেন কিন্তু সমস্যা না মেটায় আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশনের আলোচনাতে অপরপক্ষ কোনও সমঝোতায় আসতে রাজী না হওয়ায় আবেদনকারিণীকে লিগ্যাল এডের মাধ্যমে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণ আইন ২০০৫ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে বলা হয়। আবেদনকারিণী এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ (Right to maintenance) ও বাড়ীতে থাকার অধিকার (Right to residence) পেয়েছেন।

কেস নং—২ ঃ আবেদনকারিণী গত ২০০২ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই শাশুড়ি ও স্বামী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন শুরু করেন। পরবর্তীতে ননদ স্বামীসহ ঐ বাড়ীতে থাকতে শুরু করলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। এরপর বাধ্য হয়ে আবেদনকারিণী বাপের বাড়ীতে কন্যাসহ আশ্রয় নেন। আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হলে কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে উভয়পক্ষ একত্রে সংসার করতে রাজী হন। বর্তমানে উভয়পক্ষ একত্রে সংসার করছেন এবং কমিশনের তত্ত্বাবধানে আছেন।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

Feminism in the study of Religions : A reader *Ed.* by Darlene M. Jaschka.—London : Continuum, 2001. ı Livelihood & Gender : Equity in Community Resource Management *Ed.* by Sumi Krishna.—New Delhi : Sage, 2004. ı The History of Human Rights : From Ancient Times to the Globalization Era/Micheline R. Ishay.—New Delhi : Orient Longmans, 2004. ı Behavioural Problems in Adolescent Period/M. Rajamanickam.—Delhi/Author Press, 2007. ı Infinite Variety : Women in society and Literature/*Ed.* by Firdous Azim & Niaz Zaman.—Dhaka : Univ. Press, 1994. ı International Migration : Globalization's Last Frontier/Jonathan W. Moses.—Bangalore : Zed Books, 2006. ı Specters of Mother India : The Global Restructuring of an Empire/Mrinalini Sinha.—New Delhi : Zubaan, 2006. ı Globalization's New Wars : Seed, Water & Life Forms/Vandana Shiva.—New Delhi : Women Unlimited, 2005. ı Aids and Power : Why there is no political crisis—yet/Alex de Waal.—London : zed books, 2006. ı Dalit Visions : The anti-caste movement and the Construction of an Indian Identify/Gail Omvedt.—New Delhi : Orient Longmans, 2006.

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা, *সম্পাদক,* যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০। **ধর্ষণ ও আইন,** মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন),** ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন),** মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২৫ । **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়,** গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৫০। **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা,** সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৪০। **জাগো নারী গ্রাম জাগাও,** *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন।* **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা,** ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০। **পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় মেয়েদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অগ্রগতি ঃ সমীক্ষা ও সুপারিশ,** অধীক্ষক, দেবযানী ভট্টাচার্য (দেব), *পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন।* **প্রকল্প নির্দেশিকা ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ উল্লেখসহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প,** অনুবাদক, রাজীব কুণ্ডু, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস, ২০০৯,* মূল্য ঃ ব্যক্তি-৩০, প্রতিষ্ঠান ১০০। **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Dutta gupta, *ed., West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- ı **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books + West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।